

প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

"Bangladesh Bank-Authorized Dealers' Forum" এর ৩৯তম সভার রেকর্ড নোটস।

“বাংলাদেশ ব্যাংক-অনুমোদিত ডিলারস ফোরাম” এর ৩৯তম সভা ১৫/০৯/২০২৫ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় ফোরামের আহবায়ক ও বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ ব্যাংকের মূল ভবনের ৫ম তলাস্থ জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ফোরামের সদস্য ও প্রতিনিধিদের তালিকা পরিশিষ্ট “ক”তে দেখানো হ’ল।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে পরিচিতি বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভার শুরুতে বিগত ৩৮তম সভার রেকর্ডনেটস উপস্থাপন করা হলে তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর বিগত সভার সিদ্ধান্তগুলোর পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভাকে অবহিত করা হয়।

এ পর্যায়ে ফোরামের ৩৮তম সভা হতে ৩৯তম সভা পর্যন্ত সময়কালে জারিকৃত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন সংক্রান্ত বিভিন্ন সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহ এবং উত্থাপিত অন্যান্য বিষয়সমূহের ব্যাখ্যা প্রদান/স্পষ্টীকরণ করা হয়। সূচী অনুযায়ী সভার বিস্তারিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপঃ

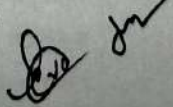
ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
০১.	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে রিপোর্টকৃত ঋণপত্র/চুক্তি বিষয়ক অনিয়ম প্রসঙ্গে।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	ক) পণ্যের মূল্য যাচাই প্রসঙ্গে। এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং-১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ এ বর্ণিত Import Regulatory Framework শীর্ষক নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যাংকসমূহ আমদানিতব্য পণ্যের মূল্য যাচাই করবে। সভায় বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমদানি এলসি/চুক্তি স্থাপনকালে ব্যাংক কর্তৃক পণ্যের মূল্য যথাযথভাবে যাচাই করা হচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে, ওভার ইনভয়েসিং এবং আন্ডার ইনভয়েসিং এর মাধ্যমে অর্থপাচারের সুযোগ সৃষ্টি হয় মর্মে সভায় আলোচনা হয়। এ পরিস্থিতিতে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ এর বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন। খ) যথাযথভাবে রিপোর্টিং এবং অনুমোদন গ্রহণ না করা প্রসঙ্গে। ব্যাংকসমূহ কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ইমপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে ঋণপত্র (high value LCs) রিপোর্টিং করা হচ্ছে, যা কাঙ্ক্ষিত নয় মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে। উদাহরণস্বরূপঃ- বৃহদাংক/ অন্যান্য ঋণগ্রহীতাদের ঋণের বিষয়ে ব্যাংকের পর্ষদ/যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা গ্রহণ না করা, ক্রয়প ভেসেলের ক্ষেত্রে শিল্প মন্ত্রণালয়ের NOC গ্রহণ না করা ইত্যাদি। এ পর্যায়ে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন ইমপোর্ট মনিটরিং সিস্টেমে ঋণপত্র (high value LCs) রিপোর্টিং এর পূর্বে যথাযথ প্রক্রিয়া পরিপালনের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে রিপোর্টকৃত ঋণপত্র/চুক্তি বিষয়ক অনিয়ম প্রসঙ্গে।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	<p>গ) স্পিষ্ট মূল্যে একাধিক এলসি স্থাপন প্রসঙ্গে।</p> <p>এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৬ এ বর্ণিত Online Reporting for Large Import শীর্ষক নির্দেশনার মাধ্যমে ৩ মিলিয়ন মাঃ ডঃ ও তদুর্ধ্ব সকল আমদানি পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংক সমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকের Online Import Monitoring System (OIMS) এ ঋণপত্র স্থাপনের ২৪ ঘণ্টা পূর্বে প্রোফরমা ইনভয়েস/ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী আমদানি সংক্রান্ত তথ্য রিপোর্ট করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। এবিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কোন কোন ব্যাংক কেবলমাত্র উক্ত রিপোর্টিং এডানোর নিমিত্ত একই আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে একই সাপ্লাইয়ারের নিকট হতে একই দিনে একই ধরনের পণ্যের কয়েকটি এলসি স্থাপন করছে, যার সর্বমোট মূল্য মাঃডঃ ৩ মিলিয়ন অতিক্রম করছে। এ পরিস্থিতিতে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন লাইন মনিটরিং সিস্টেমে ঋণপত্র (high value LCs) রিপোর্টিং এর সময় যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>ঘ) চুক্তির শর্ত এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে “কোল কমিটির সিদ্ধান্ত” মোতাবেক এলসি স্থাপন করা প্রসঙ্গে।</p> <p>পাওয়ার প্লান্টগুলোর জন্য বাণিজ্যিকভাবে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কয়লা আমদানি করে, যা তাদের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির মাধ্যমে আমদানি করা হয়। এসব চুক্তিতে কয়লার মান, মূল্য, প্রিমিয়ামসহ গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য থাকলেও অনেক ক্ষেত্রে চুক্তিতে উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহ পরিপালন না করে ব্যাংক আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এলসি স্থাপন করছে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে। এছাড়াও, অনেক ক্ষেত্রে কয়লার এলসি স্থাপন করতে “কোল কমিটির সিদ্ধান্ত” অনুসরণ করা অত্যাৱশ্যক হলেও এলসি স্থাপনকারী ব্যাংক আমদানিকারকের নিকট হতে এতদ্বিষয়ে নিশ্চিত না হয়ে এলসি স্থাপন করে (প্রযোজ্য গ্রাহকের ক্ষেত্রে)। এ পর্যায়ে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে চুক্তির শর্ত এবং “কোল কমিটির সিদ্ধান্ত” (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) অনুসারে এলসি স্থাপন করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	সকল ব্যাংক

২

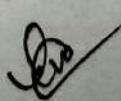
ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
	বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে রিপোর্টকৃত ঋণপত্র/চুক্তি বিষয়ক অনিয়ম প্রসঙ্গে।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	<p>৩) “Economic Zone” সম্পর্কিত সতর্কতা।</p> <p>বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, “Economic Zone” এ অবস্থিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষেত্রে এতদসংশ্লিষ্ট আইন ও বিধি-বিধান যথাযথভাবে পরিপালন না করে এলসি স্থাপন করা হচ্ছে, যেমনঃ ক) “Economic Zone” এ অবস্থিত আমদানিকারকের ফ্যাক্টরির উৎপাদন সক্ষমতার সহিত আমদানিকৃত কাঁচামালের সামঞ্জস্যতা থাকে না; খ) “Economic Zone” কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি পত্রের সহিত আমদানিতব্য মূলধনী যন্ত্রপাতির উৎস দেশ, মূল্যমান এবং সরবরাহকারীর তালিকা সংযোজিত থাকা সত্ত্বেও আমদানির এলসি/চুক্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক সে মোতাবেক আমদানি কার্যক্রম সম্পাদিত হচ্ছে না। এতদপ্রেক্ষিতে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক কর্তৃক “Economic Zone” ভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের আমদানি কার্যক্রম বেজা এর অনুমতি পত্রের আলোকে সম্পাদনের নিমিত্ত সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p> <p>চ) এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ পরিপালন প্রসঙ্গে।</p> <p>এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ এ উল্লিখিত নির্দেশনার যথাযথ পরিপালন প্রয়োজন মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে। তন্মধ্যে ৮ সংখ্যার এইচ এস কোড এবং ফ্রেইট মূল্য(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রোফরমা ইনভয়েস এ উল্লেখ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এবিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, আমদানিতব্য পণ্য বিশেষতঃ ভোগ্য পণ্যের ক্ষেত্রে প্রোফরমা ইনভয়েস এ পণ্যের ‘বিবরণ’ (Specification) এত সংক্ষিপ্ত থাকে যে, বাংলাদেশের এতদসংশ্লিষ্ট রেগুলেটরি সংস্থা কর্তৃক আরোপিত বিধি-বিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট গুণগত মানের পণ্য আমদানি করা হচ্ছে কিনা তা মনিটর করা সম্ভব হয় না। এ পরিস্থিতিতে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে এফই সার্কুলার নং- ৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ-০৭ এ বর্ণিত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	সকল ব্যাংক
০২.	RIT রিপোর্টিং সংক্রান্ত।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	<p>এফই সার্কুলার পত্র নং ০৩, তারিখ: ০৮ মার্চ ২০২১ এর মাধ্যমে সকল ব্যাংকসমূহকে Rationalized Input Template (RIT) (T_ME_M_REMIT_INCEN) এর মাধ্যমে পরবর্তী মাসের ১০ তারিখের মধ্যে বিগত মাসের রেমিট্যান্স ও নগদ সহায়তা বিতরণ সংক্রান্ত তথ্য বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ব্যাংক কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে রিপোর্ট না করার কারণে এ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে।</p>	সকল ব্যাংক

৩



ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে রেমিট্যান্স ও নগদ সহায়তার তথ্য সঠিক সময়ে যথাযথভাবে আপলোড করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৩.	রেমিট্যান্স বিতরণ সংক্রান্ত।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	এফই সার্কুলার পত্র নং ১৫, তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৪ এর নির্দেশনা মোতাবেক ড্রয়িং ব্যবস্থার আওতায় প্রাপ্ত রেমিট্যান্সের অর্থ ০২ (দুই) কার্যদিবসের মধ্যে বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। তথাপি, ক্ষেত্র বিশেষে, রেমিট্যান্সের অর্থ/কভারফান্ড বাংলাদেশস্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের নস্ট্রো একাউন্টে জমা হওয়া সত্ত্বেও বেনিফিসিয়ারী পর্যায়ে বিতরণের ক্ষেত্রে অতিবিলম্ব করার বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে। উপর্যুক্ত বিষয়ে এফই সার্কুলার পত্র নং ১৫, তারিখ: ১৬ জুলাই ২০১৪ এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৪.	এফই সার্কুলার নং-১১, তারিখঃ ৩০/০১/২০২৫ এর নির্দেশনা পরিপালন প্রসঙ্গে।	এফইপিডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	এফই সার্কুলার নং-১১, তারিখঃ ৩০/০১/২০২৫ এর F(7) এ বলা হয়েছে যে, "OBUs are allowed to borrow funds from their Domestic Banking Units (DBUs) up to 30% of regulatory capital or the limit prescribed by Bangladesh Bank from time to time. OBUs already having borrowing exceeding 30% shall adjust within 03 (three) months of the issuance of this circular." অর্থাৎ, অফশোর ব্যাংকিং ইউনিটসমূহ (OBU) তাদের ডোমেস্টিক ব্যাংকিং ইউনিট (DBU) থেকে regulatory capital-এর ৩০% পর্যন্ত বা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত সীমা অনুযায়ী ঋণ গ্রহণ করতে পারবে এবং যেসকল OBU ইতোমধ্যে ৩০% এর বেশি ঋণ গ্রহণ করেছে, তাদেরকে এপ্রিল মাসের মধ্যে তা সমন্বয় করতে বলা হয়েছে। এবিষয়ে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কতিপয় ব্যাংকের OBU উক্ত নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে DBU হতে ৩০% এর বেশি ঋণ গ্রহণ করেছে এবং এক্ষেত্রে ব্যাংকসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে কোনরূপ অনুমোদন নেয়নি। এ পর্যায়ে, অতিক্রান্ত সীমা অনতিবিলম্বে সমন্বয় করে নির্ধারিত সীমায় এনে সার্কুলারের বিধান যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৫.	আমদানি ডকুমেন্টে ব্যাংকের Endorsement বা Shipping Guarantee/NOC জালিয়াতির মাধ্যমে কাস্টমস্ হতে পণ্য খালাস প্রসঙ্গে।	ডিএফইআই	আমদানি সংক্রান্ত শিপিং ডকুমেন্টে Issuing Bank এর Endorsement বা Shipping Guarantee/ NOC ছাড়া কাস্টমস হতে পণ্য খালাসের সুযোগ নেই। বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, পরিদর্শনকালে ব্যাংকের বিভিন্ন আমদানি দলিলাদি যাচাইকালে কতিপয় আমদানি সংক্রান্ত শিপিং ডকুমেন্টে ব্যাংক কর্তৃক Endorsement বা Shipping Guarantee/ NOC প্রদান না করা হলেও সংশ্লিষ্ট এলসি/কন্ট্রাক্টের	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			<p>বিপরীতে বিল অব এন্ট্রি ইস্যু করা হয়েছে (আমদানিকৃত পণ্য খালাস করা হয়েছে) মর্মে অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম হতে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ব্যাংকের Endorsement বা Shipping Guarantee/ NOC ছাড়াই আমদানিকারক বা তার এজেন্ট কর্তৃক জাল/ভুয়া দলিল প্রস্তুত করে কাস্টমসে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং সেই ভিত্তিতে পণ্য খালাস করা হয়েছে। বর্ণিত ঘটনার প্রেক্ষিতে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে গ্রাহক নির্বাচনে অধিকতর সতর্ক থাকা এবং কোনরূপ যোগসাজশের মাধ্যমে শিপিং ডকুমেন্ট গ্রাহকের নিকট যেন না চলে যায় সে বিষয়ে সতর্ক হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন।</p> <p>এ প্রেক্ষাপটে, পণ্য খালাসের সময় কাস্টমস কর্মকর্তারা যদি Automated System for Customs Data (ASYCUDA) বা অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট আমদানির Endorsement বা Shipping Guarantee/ NOC সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি যাচাই করতে পারলে এ ধরনের অনিয়ম ও জালিয়াতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে আসবে মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা পরিদর্শন বিভাগের পক্ষ থেকে সভায় প্রস্তাব করা হয়। এ প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আমদানির Endorsement বা Shipping Guarantee/ NOC সংক্রান্ত তথ্য সরাসরি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমের মাধ্যমে যাচাইয়ের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	
০৬.	Single Pool Account হতে অগ্রিম আমদানি মূল্য পরিশোধ প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	<p>এফই সার্কুলার নং-৩৩/২০২৫, তাং- ১৪/০৮/২০২৫ এর অনুচ্ছেদ ৫৫-তে বর্ণিত নির্দেশনা মোতাবেক এডি ব্যাংকসমূহকে প্রত্যাবাসিত রপ্তানি মূল্যের মূল্য সংযোজন (Value addition) অংশ বিয়োজনপূর্বক গ্রাহকের আবেদনের প্রেক্ষিতে বৈদেশিক মুদ্রা Single pool হিসাবে ৩০দিন পর্যন্ত সংরক্ষণের প্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই Single pool হিসাবের অর্থ সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের ব্যাক-টু-ব্যাংক আমদানির দায় পরিশোধে ব্যবহারযোগ্য মর্মে বর্ণিত রয়েছে। এছাড়াও, রপ্তানি মূল্য প্রত্যাবাসনের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ব্যাক-টু-ব্যাংক আমদানি ব্যতীত অন্য আমদানি বিল পরিশোধযোগ্য (Payable at maturity) হলে তা Single pool হিসাব হতে পরিশোধের সুযোগ উক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে। তবে, Single pool হিসাব হতে অগ্রিম আমদানি মূল্য পরিশোধের সুযোগ নেই মর্মে বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ সভাকে অবহিত করে। এ পর্যায়ে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে উক্ত মতামত যথাযথভাবে পরিপালনের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	সকল ব্যাংক
০৭.	বিদ্যুৎ আমদানির ক্ষেত্রে বিল অব এন্ট্রি না করা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	<p>ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ভারত থেকে এলসির মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে। পাশাপাশি, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ১৩/০৭/২০১৪ তারিখের পত্র সূত্র নং-৩(১১)তরু প্রকল্প সুবিধা/২০১৩(অংশ-১)/১৬৮ এ উল্লিখিত</p>	সকল ব্যাংক




ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			৩টি শর্তের মধ্যে ১ম শর্তে “আমদানি বিদ্যুতের বিল পরিশোধের পূর্বে সংশ্লিষ্ট শুল্ক স্টেশনে শুল্ক আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে” উল্লেখ রয়েছে মর্মে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট সভাকে অবহিত করে। অর্থাৎ বিল অব এন্ট্রি করতে বলা হয়েছে। বর্তমানে বিদ্যুৎ আমদানিতে বিল অব এন্ট্রি করা হচ্ছে না বিধায় ড্যাশবোর্ডে রিপোর্টকৃত বৈদেশিক মুদ্রা সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ আদৌ দেশে আমদানি করা হয়েছে কি না এ বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় না মর্মেও ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে সভায় জানানো হয়। ফলে, রিপোর্টকৃত বৈদেশিক মুদ্রার বিষয়ে কার্যত কোন মনিটরিং থাকে না। এ পর্যায়ে, আমদানিকৃত বিদ্যুতের মূল্য পরিশোধের পূর্বে NBR এর উক্ত পত্রের দফাসমূহ যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
০৮.	আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১১৪ নং ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধ যথাযথভাবে করা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রণকঃ।	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর ১৩/০৭/২০১৪ তারিখের পত্র অনুযায়ী আমদানি/আমদানিকৃত বিদ্যুতের উপর শুল্ক ও কর কার্গামো মোতাবেক ৫% আমদানি শুল্ক, ১৫% ভ্যাট, ৫% অগ্রিম আয়কর ও ৪% অগ্রিম ট্রেড ভ্যাটসহ মোট ৩১.০৭% প্রযোজ্য শুল্ক ও কর শর্তসাপেক্ষে মওকুফ করা হয় মর্মে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট সভাকে অবহিত করে। উল্লিখিত শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম ছিল বিল অব এন্ট্রি করতে হবে। ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে আরোও জানানো হয় যে, আয়কর আইন, ২০২৩ এর ১১৪ নং ধারা অনুযায়ী বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে প্রদেয় অর্থের ৬% হারে কর সংগ্রহ, কর্তন বা পরিশোধের নির্দেশনা দেওয়া আছে। এ পরিস্থিতিতে, উক্ত নির্দেশনাসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক প্রযোজ্যক্ষেত্রে যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
০৯.	ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে অবৈধ ফরেন ট্রেডিং করা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রণকঃ।	ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বিভিন্ন ব্যাংকের গ্রাহক কর্তৃক ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে ফরেন ট্রেডিং এবং অনেক সময় ভার্সুয়ালি বৈদেশিক মুদ্রা কেনাবেচা বা ট্রান্সফার করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। Foreign Exchange Regulation Act (FERA)-1947 এর ধারা ৩(১) ও ৪(১) সূত্রে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন নিষিদ্ধ রয়েছে যার ফলে এফই সার্কুলার পত্র নং- ৩০, তারিখ: ২৪/১১/২০১৯ ইং এর মাধ্যমে ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে বিভিন্ন অবৈধ লেনদেন যেমন- online casino/gambling, trading in forex/stock exchanges, purchase of crypto currencies/lottery ticket ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক করা হয়। পাশাপাশি এফই সার্কুলার নং- ২৪, তারিখ: ১৫/০৯/২০২২ইং এবং সুদ্রোক্ত সার্কুলারের মাধ্যমে ভার্সুয়াল মুদ্রা/ ফ্রিট কারেলি লেনদেন/বিনিময়/স্থানান্তর/বাণিজ্যের সাথে যুক্ত ব্যবসা ও এ সংক্রান্ত	সকল ব্যাংক

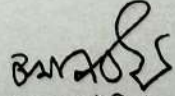
ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			যেকোন ধরনের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান হতে বিরত থাকার নির্দেশনা দেয়া হয় এবং বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-২৪, তারিখ: ১২/১০/২০২২ ইং সূত্রে গ্রাহকের ব্যাংক একাউন্ট ব্যবহার করে Virtual currency/Crypto currency, Foreign currency ইত্যাদির লেনদেন, ক্রয়-বিক্রয়, পুনঃবিক্রয়, P2P বিনিময়/স্থানান্তর/বাণিজ্য সংক্রান্ত কার্যক্রম অথবা এরূপ যেকোন ধরনের কার্যে সহায়তা প্রদান অবিলম্বে বন্ধের পাশাপাশি এ বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনপূর্বক মনিটরিং কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে মর্মে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ পরিস্থিতিতে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে গ্রাহকের ব্যাংক হিসাব ও ইন্টারন্যাশনাল কার্ডের মাধ্যমে অবৈধ ফরেন্স/ ক্রিপ্টো কারেন্সি ট্রেডিং সম্পর্কিত লেনদেন বন্ধ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
১০.	BEFTN এর মাধ্যমে মানি চেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহের লাইসেন্স নবায়ন ফি প্রদান করা প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	এফইপিডি কর্তৃক ১২/০১/২০২৫ তারিখে ইস্যুকৃত এফই সার্কুলার নম্বর-০১ অনুযায়ী মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের লাইসেন্স নবায়ন ফি ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডারের পরিবর্তে BEFTN এর মাধ্যমে জমা দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানসমূহ এডি ব্যাংককে পরিচালিত তাদের হিসাব হতে ইএফটির মাধ্যমে ফি প্রদান না করে ব্যক্তিগত হিসাব হতে ফি প্রদান করে মর্মে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট সভাকে অবহিত করে। ফলে বাংলাদেশ ব্যাংক মতিঝিল অফিস কর্তৃক ফি প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। এ পরিস্থিতিতে, BEFTN এর মাধ্যমে নবায়ন ফি জমাদানের সময় সংশ্লিষ্ট মানি চেঞ্জিং প্রতিষ্ঠানকে এডি ব্যাংককে পরিচালিত তাদের হিসাব হতে ফি জমাদান নিশ্চিতকরণসহ মানিচেঞ্জিং প্রতিষ্ঠানকে BEFTN এর Sender customer info field এ প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে এবং Payment info field এ প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন অফিসের আওতাধীন সেটি উল্লেখ করতে এফইওডি সভায় প্রস্তাব পেশ করে। এ পর্যায়ে, সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে উক্ত প্রক্রিয়া যথাযথভাবে পরিপালনের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
১১.	দেশী প্রাইভেট শিপিং লাইন এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন কর্তৃক অপ্রত্যাবাসিত আয় প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রঃকাঃ।	GFET-2018, Vol-1, Ch-13, Para-8 অনুযায়ী বিদেশে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা ১ মাসের মধ্যে প্রত্যাবাসন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। কিন্তু, শিপিং লাইন কর্তৃক বিপুল পরিমাণ অর্জিত আয় প্রত্যাবাসন করা হয় না মর্মে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট সভাকে অবহিত করে। এ পরিস্থিতিতে, GFET-2018, Vol-1, Ch-13, Para-8 এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন। পাশাপাশি, শিপিং লাইন কর্তৃক অর্জিত আয় যথাযথভাবে দেশে প্রত্যাবাসন এর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে পরামর্শ প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
১২.	Local business/ Professional entity/ Corporate কর্তৃক Professional/Scientific Institution এর অনুকূলে Membership fee প্রেরণের জন্য Bank অথবা Financial Institution অন্তর্ভুক্ত না হওয়া প্রসঙ্গে।	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রণকঃ।	GFET-2018, Vol-1, Ch-10, Para-36 এবং Ch-11, Para-9 অনুযায়ী স্থানীয় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, পেশাজীবী সংস্থা বা করপোরেট প্রতিষ্ঠান বিদেশের কোনো পেশাগত বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে সদস্যপদ ফি প্রেরণ করতে পারে; তবে এর আওতায় ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত নয়। এমতাবস্থায়, বৈদেশিক মুদ্রা রেমিটের নিমিত্তে Bank অথবা Financial Institution কর্তৃক দাখিলকৃত Bonafide Application কেইস টু কেইস ভিত্তিতে বিবেচনা করার সুযোগ রয়েছে মর্মে ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্ট সভাকে অবহিত করে। এ পরিস্থিতিতে, GFET-2018, Vol-1, Ch-10, Para-36 এবং Ch-11, Para-9 এর নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনের বিষয়ে সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল এডি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করেন।	সকল ব্যাংক
১৩.	রিপোর্ট জমাদান থেকে অব্যাহতি বিবেচনা করার অনুরোধ প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	বর্তমানে সকল আমদানি সম্পর্কিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক যথাযথভাবে রিপোর্ট করে আসছে মর্মে ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। তিনি আরোও জানান যে, সকল আমদানির তথ্য বর্তমানে যেহেতু অনলাইন মনিটরিং সিস্টেমে সহজলভ্য, সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত রিপোর্টগুলোর তথ্যাদি অনলাইন মনিটরিং সিস্টেম থেকে যেকোনো সময়ে সংগ্রহ করা যেতে পারে। যেহেতু সকল আমদানিতথ্য যথাযথভাবে অনলাইনে রিপোর্ট করা হচ্ছে সেক্ষেত্রে উল্লেখিত রিপোর্টগুলোর জমাদান(হার্ডকপি) থেকে অব্যাহতি পাওয়ার বিষয়ে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক সভায় অনুরোধ জানানো হয়। 1. Monthly Statement of Overdue Accepted Bills 2. Monthly Importer's Information 3. Monthly statement of outstanding/Unsettled against Commodity wise imports. 4. Monthly Commodity Without L/Cs 5. Weekly 26 Items 6. Monthly Statement of Creation of Mandatory Demand/Forced Loan against Inland Back to Back LC. 7. Monthly statement of maturity of payment of under deferred payment of import position. আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইওডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, উপর্যুক্ত রিপোর্টগুলো বিভিন্ন সময়ে দাপ্তরিক বিশেষ কাজে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যাংকসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়। এতদবিষয়ে রিপোর্টগুলোর(হার্ডকপি) উপযোগিতা বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যাংকসমূহকে সার্কুলারের মাধ্যমে অবহিত করার নিমিত্ত যথাযথ উদ্যোগ	এফইওডি, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রণকঃ।

৮

ক্রমিক নম্বর	আলোচ্য বিষয়	উত্থাপনকারী	সভার আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পক্ষ/পক্ষসমূহ
			গ্রহণের জন্য সভাপতি ফরেন এক্সচেঞ্জ অপারেশন ডিপার্টমেন্টকে নির্দেশনা প্রদান করেন।	
১৪.	রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের প্রাপ্তির পূর্বে প্রাপ্ত নগদ প্রণোদনার আবেদনগুলি বাংলাদেশ ব্যাংকের পোর্টালে আবেদন করা প্রসঙ্গে।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক	<p>০৯/১১/২০১০ তারিখের FE সার্কুলার নং ২১(RMG NEW MARKET), ১২/১২/২০০২ তারিখের FE সার্কুলার নং ২৪ (কৃষি) এবং ১২/১২/২০০২ তারিখের FE সার্কুলার নং ২৬ (হস্তশিল্প) অনুসারে, রপ্তানিকারকগণ রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোশিয়েশনের পর পরই ডকুমেন্ট নেগোশিয়েশনকারী অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নির্ধারিত ফরম-এ নগদ সহায়তার জন্য আবেদনপত্র দাখিল করতে পারে, তবে বিদেশে রপ্তানির মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনের পরই কেবল নগদ সহায়তা পরিশোধ হবে।</p> <p>স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধির পক্ষ থেকে বলা হয় যে, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে ব্যাংকটি সমস্ত নগদ প্রণোদনা তহবিল দাবি করছে। তিনি আরোও জানান যে, Direct রপ্তানিকারকদের জন্য ব্যাংকটি উল্লেখিত সার্কুলার অনুসারে তহবিল দাবি করতে পারছে না। স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কেবল তখনই প্রণোদনা দাবি করতে পারে যখন Direct রপ্তানিকারক রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের পরে নগদ প্রণোদনার আবেদন জমা দেন। তবে অনলাইন পোর্টালে Deemed রপ্তানিকারকদের জন্য রপ্তানি ডকুমেন্ট নেগোশিয়েশনের পর পরই নগদ সহায়তার জন্য আবেদন করা যাচ্ছে মর্মে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করে।</p> <p>এপর্যয়ে, Direct এক্সপোর্টারের জন্য রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের পূর্বেই প্রাপ্ত আবেদনগুলি পোর্টালে আপলোড করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার নিমিত্ত স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক কর্তৃক সভায় অনুরোধ জানানো হয়।</p> <p>আলোচনায় অংশ নিয়ে এফইপিডি'র পক্ষ থেকে বলা হয় যে, রপ্তানিকারকগণ রপ্তানির মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায় প্রত্যাবাসনের পরই কেবল সার্কুলার অনুসারে সকল বিধি-বিধান পরিপালনপূর্বক নগদ সহায়তা পেতে পারে। এপর্যয়ে, রপ্তানি আয় প্রত্যাবাসনের পূর্বেই বাংলাদেশ ব্যাংকের অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে নগদ প্রণোদনার নিমিত্ত আবেদন করতে পারার বিষয়টি পুনঃপর্যালোচনা করা যেতে পারে। এতদবিষয়ে বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভাপতি বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগকে নির্দেশনা প্রদান করেন।</p>	এক্সপোর্ট শাখা, এফইপিডি (ডিভিশন-১), বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রণকঃ।

পরিশেষে সভায় উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোহাম্মদ জামাল উদ্দিন)
 আহবায়ক, বিবি-এডি ফোরাম
 ও
 নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক